দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 08 2002

নবম শ্রেণীর ইংরেজীর নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে

আজ আর ইংরেজী ভাষা শেখার গুরুত্ব এবং এর অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেউ কোনো দ্বিমত পোষণ করেন না। শুধু পরীক্ষা পাস নয়, জীবন ও পেশার জন্য ইংরেজী শেখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিভাবে আমাদের সন্তানরা ইংরেজী ভাষা সহজে শিখতে পারবে তা নিয়ে জ্ঞানী-গুণীদের ব্যাপক গবেষণা ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এটি একটি শুভ লক্ষণও বটে। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। মুখস্থ করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়া যতটা সহজ ভাষা শেখার বিষয়টি মোটেই ততটা সহজ নয়। তাই যাতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা শিখতে পারে, বলতে ও লিখতে পারে, সে-জন্য নতুন আঙ্গিকে গুণগত ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক খুবই প্রয়োজন। এসব দিক বিবেচনা করে সরকারী পর্যায়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইংরেজী বিষয়ে একটি নতুন ধরনের বই পাঠ্য করা হয়েছে। এ পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু এবং Types of questions অনেকাংশে নতুন এবং ভিন্নতর। এ বইটির পূর্ববর্তী বইয়ের সঙ্গে কোনো মিল নেই। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই হয়তো এ নতুনত্ব আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক ও ফলপ্রসূ হবে তা এখনই বলা কঠিন হবে। তবে উদ্দেশ্য যে মহৎ তা বলা যায়।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নবম শ্রেণীতে উঠেছে। তাদের জন্য বইটি সম্পূর্ণ নতুন। নতুন আঙ্গিকের এ বইটি তাদের কাছে সহজ এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শিক্ষক মহোদয়গণকে অধিক পরিশ্রম করতে হবে। স্পোকেন ইংলিশের ওপর বেশী জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাদের অর্জিত পূর্ব জ্ঞান ও পাঠ পদ্ধতির ধরনের কারণে নতুন বইটিকে হজম করতে একটু অসুবিধে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে ভালো ইংরেজী শিক্ষকের যে অভাব রয়েছে তা স্বীকার করে নেয়া উচিত। কাজেই শ্রেণীকক্ষে ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্য সারাদেশে একটি শর্ট কোর্স ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বিভিন্ন বিষয়ে ভালো শিক্ষক পাওয়ার জন্য যা করা দরকার তা এ পর্যন্ত করা হয়নি। শিক্ষকদের বেতন খুবই কম। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষকতা করতে চায় না। তারা অন্য পেশায় যেতে চায়। অনেকে বেশী অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য দেশে গাড়ি জমায়। উচ্চ বেতন মানুষ গড়ার কারিগরকে দেয়া হলে তারা অবশ্যই এ মহৎ পেশায় আগ্রহী হতো। যা হোক আমার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

যে উদ্দেশ্যে ইংরেজীর নতুন পাঠ্যবইটি প্রণীত হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সার্থক হোক এবং বইটি কয়েক বছর টিকে থাকুক– এ কামনা করে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কিছু কথা না বললেই নয়। আমার মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার জন্য প্রসঙ্গত যে ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকটি এ বছর নবম শ্রেণীতে রাখা হয়নি, সে সম্পর্কে কিছু কথা প্রথমে বলে নেয়া দরকার। উল্লেখ্য, বইটি দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়ছে এবং তারা ২০০৩ সালে এ বইটি অনুসারে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। বইটির বিষয়বস্তু চমৎকার। এর ২২৫ থেকে ২২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী প্রথমপত্রের Sample questions হিসেবে সর্বমোট ১১টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্নগুলো বোর্ডের আদর্শ নমুনা প্রশ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ২৩০ থেকে ২৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বোর্ডের ইংরেজী দ্বিতীয়-পত্রের Sample questions হিসেবে সর্বমোট ১০টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বোর্ডের বই-এ প্রদত্ত Sample questions অবশ্যই অনুসরণীয়। এ প্রশ্নগুলোর ধরন ও মান বন্টন অনুসারে সারা বইটির ওপর পড়াশোনা করা ও পরীক্ষার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে একদিকে যেমন সুবিধে হবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষকগণ কর্তৃক ফলপ্রসূ পাঠদান করাও সম্ভব হবে। মোদ্দাকথা, Sample questions অনুসরণে সবাই বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এগুলো খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এ বছর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ইংরেজীর যে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি এসেছে তাতে Sample questions নেই, যা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। যেহেতু বইটি নতুন আঙ্গিকের এবং প্রশ্নের ধরন ও মান বন্টন ভিন্নতর সেহেতু Sample questions থাকা খুবই জরুরী ছিল। Sample questions এবং শিক্ষক নির্দেশিকা বইটিতে কেন সংযোজন করা হল না তা বোধগম্য নয়। শিক্ষা বিভাগের খামখেয়ালিপনা এবং ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাবে দেরীতে, বই-এ ভুল থাকবে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে, অনিয়ম প্রকাশ পাবে ইত্যাদি তো এ দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার। এ দেশের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে নেয়া সম্ভব হয় না এবং পরীক্ষাগুলোতে যেভাবে নকলের মহোৎসব চলে তা যে কত লজ্জাজনক ও সরকারের কত বড় ব্যর্থতা সে কথা কে বলবে? যা হোক নতুন বইটির গঠনমূলক সমালোচনা দেশের স্বার্থে আমরা করবো। তবে Sample questions এবং শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যাপারে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে যোগাযোগ করা হলে আশার বাণী শোনা যায়। বেশ আগে বলা হয় যে, Sample questions এবং শিক্ষক নির্দেশিকা কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। এ 'কিছুদিন' কবে নাগাদ শেষ হবে তা ভবিতব্যই ভালো জানে। আমরা আশা করবো, আর দেরী নয়। যথাসম্ভব শীঘ্র সেগুলো বের করুন। কারণ এগুলো খুবই জরুরী। শিক্ষাবর্ষের তিন মাস পার হতে চলছে। এখনও যদি ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষকগণ এগুলো না পায় তা হলে বড়ই লজ্জার কথা হবে নয় কি? এটা কী এমন কঠিন কাজ, যা প্রকাশ করতে আরো সময় লাগবে? শিক্ষা বিভাগের গাফিলতি ও খামখেলিপনাতে কত যে ক্ষতি হচ্ছে তার হিসেব কে দেবেন? যে কাজ এক সপ্তাহেরও নয় তা পেতে কয়েক মাসেও হবে না– এহেন গড়িমসি চলবে, তা কি পরিতাপের বিষয় নয়? উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে পড়াশোনা করে। পড়াশোনা যত বিঘ্ন, বাধা-বিপত্তি সবই তো সাধারণ লোকের ছেলে-মেয়েদের। তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। এসবের অবসান হোক। অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের অপসারণ করা হোক। আমরা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই। চাই ভালো শিক্ষক, চাই উন্নতমানের বই ইত্যাদি। শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। তা না হলে আমাদের সন্তানরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। যে কোনো মূল্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করতে হবে। গুণসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার সুযোগ সৃষ্টি না হলে শিক্ষার্থীরা কিভাবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে?

মুহম্মদ ইয়াকুব আলী,
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধানশিক্ষক,
৩১৬/১ সুবাস্তু হোমস,
মগবাজার, ঢাকা।